নিবেদন

২৭ শে জুলাই, ২০১৯, 'আনন্দবাজার পত্রিকা'–য় প্রকাশিত একটি খবরে জানা গেল-কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী নরেন্দ্র সিংহ তোমার সংসদে একটা প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছেন, ন্যাশনাল স্যাম্পল সার্ভে অফিসের (এন এস এসও) সমীক্ষায় উঠে এসেছে দেশের প্রতিটি কৃষক পরিবারের সবমিলিয়ে মাসিক গড় আয় ৬,৪২৬ টাকা। স্বাধীনতা লাভের তিয়াত্তরতম বর্ষ পূর্তিতে ভারতীয় কৃষকের প্রাপ্তির পরিমাণটা সহজেই অনুমেয়। আর এটা বোঝার জন্য কোনো গবেষণার প্রয়োজন নেই যে এই প্রাপ্তিটুকু কাগজে কলমেই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ। বাস্তবটা প্রান্তিক কৃষকদের ক্ষেত্রে বড়ই কঠিন। কৃষক আন্দোলন সম্বন্ধে পড়াশোনা করতে গিয়ে আমরা লক্ষ করেছি কৃষকের অধিকার কীভাবে বারে বারেই খর্ব হয়েছে। আমাদের গবেষণার শিরোনাম ''কৃষক আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা কথাসাহিত্য (তেভাগা থেকে নকশালবাড়ি পর্যন্ত)''। বাংলা কথাসাহিত্যে সময় ও সমাজের ছাপ নানাভাবেই রয়ে গেছে। তাই কৃষক আন্দোলনের কথাও বাংলা কথাসাহিত্যে ব্রাত্য থাকেনি। যদিও বিশেষ করে কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশক থেকেই মূলত 'তেভাগা' – আন্দোলনকে কেন্দ্র করে লেখালেখির প্রাবল্য লক্ষ্য করা গেল। বিশেষ একটি রাজনৈতিক চেতনায় আলোড়িত হয়েই যে এই সাহিত্যের সৃষ্টি তা আমাদের স্বীকার করতেই হবে। সামাজিক–রাজনৈতিক–অর্থনৈতিক সমাজের একটি অস্থির বাতাবরণে দাঁড়িয়ে দ্রুত পরিবর্তনশীল সমাজব্যবস্থার সঙ্গে মানিয়ে চলার ক্ষেত্রে কৃষক সমাজ নানাভাবেই বিব্রত হয়েছে। কারণ শোষণের যে ঐতিহ্য প্রচলিত তার মুখগুলি শুধু পরিবর্তিত হয়েছে। মুখের আড়ালে শোষণের ইতিহাস বদলায়নি। তাই সময়ের পথ ধরে 'নকশালবাড়ি কৃষক আন্দোলন'– এ এসে উপস্থিত হতে হয়েছে। এটা হয়তো অবশ্যম্ভাবীই ছিল। সংগ্রাম , অধিকারের জন্য সংগ্রাম তো থেমে থাকতে পারে না।

আমাদের গবেষণাকর্মের নির্দিষ্ট অংশে কৃষক সংগ্রামের ইতিহাসের স্বরূপকে বিবৃত করার পাশাপাশি এই আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিভিন্ন গল্প ও উপন্যাসগুলিকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। রচনার ক্ষেত্রে লেখকের রাজনৈতিক অবস্থান, বিশ্বাস, বোধকে গুরুত্ব দিয়ে লেখকের পক্ষপাতদুষ্টতা এবং শৈল্পিক মানদণ্ডে তার গ্রহণযোগ্যতা নিয়েও আলোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে। একটি বিশেষ সময়ের দাবিতে গড়ে ওঠা এই সাহিত্যসৃষ্টির প্রত্যেকটির মধ্যেই যে চিরকালীন সাহিত্য হয়ে ওঠার শর্ত পূরণ করা হয়েছে তা বলা যাবে না। তবুও আমরা জানি পৃথিবীতে সময়ের দাবিকে অস্বীকার করা যায় না। বিশেষ সময়ের ইতিহাসের মূল্যও অকিঞ্চিৎকর নয়। সেই ইতিহাসই কথাসাহিত্যের স্বরূপে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে এই রচনাগুলিতে। আজ দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে। নকশালবাড়ির পরেই কেটে গেছে পাঁচ পাঁচটি দশক। তাই কিছুটা হলেও নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে বিশেষ প্রেক্ষাপটে গড়ে ওঠা এই সাহিত্য সম্ভারের সম্ভাবনা ও সীমাবদ্ধতার আলোচনার প্রয়াস আমাদের এই গবেষণাকর্মটি। বিশ্বাস করি সংগ্রামের মত গবেষণাও একটি অনিঃশেষ প্রক্রিয়া। কোনো পড়াশোনার কাজই আসলে শেষ হয় না। শেষ করার একটা ভান করা হয় মাত্র। এই কাজটিকেও বহু দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করা যায়। এই কাজটিতে যে ফাঁকটুকু রয়ে গেল তার দায় সম্পূর্ণ আমার। ভবিষ্যতে আরো অন্যভাবে কাজ করে সেই ফাঁকটুকু পূরণের ইচ্ছাটা রয়ে গেল।

এই বিষয়টি নিয়ে প্রথম ভাবিয়েছিল বর্তমানে বেথুন কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপিকা তন্বী মুখোপাধ্যায়। আমার দিদির বান্ধবী। দিদি হিসাবেই জলপাইগুড়িতে কলেজে পড়াতে এসে প্রথম ওর কাছে থাকা। একান্ত ঘরোয়া আলাপচারিতায় কথার কথা হিসাবে ওঁর বলে ওঠা ‘কৃষক বিদ্রোহের উপর কাজ করতে পারিস’। আমার মনের কোণে রয়ে গিয়েছিল। পরবর্তীকালে করলা দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে। এরপর মঞ্চে আবির্ভূত হলেন আমাদের কলেজের উমাদি। উমা বাজপেয়ী আমার সহকর্মী। আজ উমাদি নেই, বলতে দ্বিধাও নেই উনি না থাকলে এই কাজটি করা বোধহয় সম্ভব হত না। ওনার নিরন্তর প্রেরণায় আমার কাজ করা শুরু হল। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক ড. পুলিন দাস মহাশয়ের কথাও বিশেষ করে উল্লেখ করতে হবে। তাঁর সহযোগিতা ব্যতীত এই কাজটি করা অসম্ভব ছিল।

গবেষণাকর্মটি যার সাহায্য ছাড়া বাস্তব রূপই লাভ করতে পারত না তিনি হলেন আমার গবেষণা নির্দেশক ড. নিখিল চন্দ্র রায় মহাশয়। তিনি যে আমার উপর ভরসা রেখেছেন এবং এই গবেষণাকর্মটি নির্মাণের প্রতিটি পর্যায়ে যেভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন তাতে তাঁর প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। তাঁর প্রতি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ রইল।

এছাড়া আমার কর্মস্থল পি. ডি. উইমেন্স কলেজের অধ্যক্ষ ড. শান্তি ছেত্রী মহাশয় বারবার খোঁজ নিয়েছেন কাজের অগ্রগতি নিয়ে। অন্যান্য সহকর্মীরাও প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে সবসময় আমাকে উৎসাহ দিয়ে গেছেন। বিশেষকরে বলতে হয় আমার সহকর্মী ড. পম্পা রায়চৌধুরীর কথা। শুধু সহকর্মী হিসাবে নয় বড়ো দিদিরূপে যেকোনো অসুবিধায় আমাকে নির্দ্বিধায় সাহায্য করে এসেছেন। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, জলপাইগুড়ি জেলা গ্রন্থাগার, রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের থেকে বহু বইপত্রের সুবিধা পেয়েছি। আর কলেজের গ্রন্থাগারের যথেচ্ছ ব্যবহার করেছি। এছাড়াও সামাজিক মাধ্যমে (সোশ্যাল মিডিয়া) 'বইয়ের হাট' গোষ্ঠীর অপরিচিত বন্ধুরা বহু বইয়ের সন্ধান দিয়েছেন যা আমি অন্যত্র সন্ধান করে উঠতে পারিনি। তাদেরকেও অসংখ্য ধন্যবাদ। এছাড়া বিশেষ ধন্যবাদ প্রাপ্য অলক্ষ্য ইন্দ্র ঘোষ এবং সুজিত রায়ের। কারণ তাঁদের পরিশ্রমেই অভিসন্দর্ভটি একটি বাঞ্ছিত রূপ লাভ করেছে।

যাঁদের আশীর্বাদ ছাড়া এই কাজটি করা অসম্ভব ছিল আমার মা এবং বাবা তাঁদের দুজনকেই আমি হারিয়েছি। যদিও আমি বিশ্বাস করি তাঁরা আমার সঙ্গেই আছেন। তাঁদের পাশে থাকার অনুভূতিই আমাকে এই কাজের প্রেরণা যুগিয়ে গেছে। ভবিষ্যতেও তাঁদের শুভেচ্ছাই আমার একমাত্র পাথেয়।

তাং : ০২.০৭.২০১৯

কোয়েল দত্ত

(কোয়েল দত্ত)